সূরা নং ১৬ সূরা আন-নাহাল (অর্থ- মৌমাছি) ٱلنَّحْل মোট রুকুঃ ১৬ আয়াতঃ ১২৮ মাক্কী

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সূরা আন-নাহল (আরবি: النَّحْل) পবিত্র কুরআনের ১৬ তম সূরা। এটি একটি মাক্কী সূরা এবং এর মোট আয়াত সংখ্যা ১২৮। 'আন-নাহল' শব্দের অর্থ 'মৌমাছি'। ৬৮ নং আয়াতে মৌমাছি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা থাকার কারণে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন-নাহল'

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য- প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়-কালের ওপর আলোকপাত করে। যেমন,

৪১ আয়াতের وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا "যারা জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে" বাক্যাংশ থেকে এ কথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশায়(ইথিয়োপিয়া) হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১মঃ নবুওয়াতের পঞ্চম বছর (রজব মাস, ৬১৫ খ্রিস্টাব্দ) ২য়ঃ নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শাওয়াল বা যুলক্বাদাহ মাস।

১০৬ আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ "যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (তাকে যদি) বাধ্য করা হয়" বাক্য থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি হবে।

১১২- ১১৪ আয়াতগুলোর--- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا .....إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ বাক্যগুলো পরিষ্কার এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দু'টির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল

এসব সাক্ষ্য- প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

• তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ: আসমান-জমিন সৃষ্টি, মানুষের জন্ম, বৃষ্টিপাত এবং প্রকৃতির বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরে আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে।

· আল্লাহর নিয়ামত: পানি, শস্য, জয়তুন, খেজুর, আঙুর এবং গবাদিপশুর মাধ্যমে মানুষের জন্য যেসব উপকারিতা সৃষ্টি করা হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে।

· মৌমাছির বিস্ময়কর সৃষ্টি: ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে মৌমাছির ঘর তৈরি এবং তার পেট থেকে বের হওয়া মধুর কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার।

· ন্যায়বিচার ও সদাচরণ (আয়াত ৯০): এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা (আদল), আত্মীয়দের হক আদায় এবং সদাচরণ (ইহসান) করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

· দাওয়াতের পদ্ধতি (আয়াত ১২৫): মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে বলা হয়েছে প্রজ্ঞা (হিকমত) এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে, আর যুক্তিখণ্ডন করতে বলা হয়েছে সর্বোত্তম পন্থায়।

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা

কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, ‘‘আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?’’ তাদের এ কথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এজন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সংগে সংগেই বুঝাবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবি করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক

ও অন্তসারশূন্য দাবি নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা ‘আলার ব্যাপারে মুশরিকদের স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ ধারণা ও তাওহীদের বাণী দিয়ে প্রত্যেক জাতির কাছে নাবী প্রেরণ, মানব জাতি আল্লাহ তা ‘আলার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার দয়াদ্রতা, কয়েকটি উপমা, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী নিয়ে আসা হবে এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসা হবে, ঈমানে পরিপূর্ণ অন্তরবিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তি কুফরী করতে বাধ্য হলে তার বিধান, হালাল-হারামের মানদণ্ড ইসলামী শরীয়ত, সবশেষে হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা ‘আলার পথে মানুষকে আহ্বান এবং ক্ষমা ও ধৈর্য ধারণ করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সংগে সংগে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।